



কৃষি সচিব মহোদয়ের বারি প্রযুক্তি পার্ক পরিদর্শন

পাবনায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাবনা এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বারি প্রযুক্তি পার্ক কৃষকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। প্রযুক্তি পার্ক-এ শস্য মিউজিয়াম সহ বিভিন্ন ফসলের পাইলট প্রোডাকশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষকরা এ প্রযুক্তি পার্ক থেকে তাদের পছন্দের জাতগুলো বাছাই করে হচ্ছেন লাভবান। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি স্বল্প সময়ে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সদর উপজেলার মধুপুর গ্রামে স্থাপন করা হয়েছে এই প্রযুক্তি পার্ক। আকর্ষণীয় এ বারি প্রযুক্তি পার্কে প্রদর্শিত হয়েছে পাবনা অঞ্চলের উপযোগী ২১ ধরনের ফসলের প্রায় ৩৫ ধরনের উচ্চফলনশীল এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল উন্নত জাত। গবেষণা হচ্ছে সরিষার উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং এগ্রোফরেন্সি পদ্ধতিতে ফলবাগানে অধিক উপযোগী সবজি বাছাইকরণ। দৃষ্টি কাড়ছে কম সময়ে, কম সার ও পানি ব্যবহার করে অধিক লাভজনক আলুর সাথে মিষ্টিকুমড়া রিলে এবং ফুলকপির সাথে



মাননীয় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বারি'র প্রযুক্তি পার্ক পরিদর্শন করেন।

মিষ্টিকুমড়া রিলে ফসলকরণ। বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খরা প্রবণ এলাকার চাষ উপযোগী বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাতগুলোর সমন্বয় করা হয়েছে এখানে। বারি'র কর্মকর্তারা জানান এখানে উচ্চ ফলনশীল আধুনিক জাতগুলো প্রচলিত শস্য বিন্যাসে সংযোজনের ফলে

একদিকে যেমন ফলন বেশী পাওয়া যাবে তেমনি রোগ প্রতিরোধক্ষম হওয়ায় তুলনামূলকভাবে উৎপাদন খরচ কমে যাবে অনেক। একই স্থানে বিভিন্ন ফসলের সব উন্নত জাত প্রদর্শিত হওয়ায় জাতগুলো থেকে কৃষক তার পছন্দের জাতটি বাছাই করার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রযুক্তি এরপর পৃষ্ঠা ৭

নর্থওয়েস্ট এএন্ডএফ ইউনিভার্সিটি, চায়না প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

কলেজ অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন, নর্থওয়েস্ট এএন্ডএফ ইউনিভার্সিটি (এনডব্লিউএএফইউ), চায়না প্রতিনিধি দল গত ০৯ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দলটি বারি সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ। ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর) ড. মো. বজলুর রহমান। এসময় বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মুসী রাশীদ আহমদ; পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান; পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) ড. মো. আব্দুর রাশীদ; পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. ফারুক আহমেদ; এনডব্লিউএএফইউ ইউনিভার্সিটির ভাইস ডিন, কলেজ অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন, মিসেস কাং জিলে; ভাইস ডিন, কলেজ অব ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং,



চায়না প্রতিনিধি দলের সাথে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ এবং বিজ্ঞানীবৃন্দ।

এনডব্লিউএএফইউ, মি. হুয়াং লুয়েন; ভাইস ডিন, কলেজ অব ইকোনোমিক্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট, এনডব্লিউএএফইউ, মিসেস ওয়াং হংমেই; কলেজ অব অ্যানিমেল সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, এনডব্লিউএএফইউ, প্রফেসর আন জিয়াওপেং এবং কলেজ অব ন্যাচারাল রিসোর্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট, এনডব্লিউএএফইউ, প্রফেসর ফ্যান লিচাও উপস্থিত

ছিলেন। এছাড়াও বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিনিধি দল বারি'র বিভিন্ন গবেষণাগার ও গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■



সম্পাদকীয়

আমাদের শরীর সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখার জন্য ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা অপরিহার্য। ফল এবং শাকসবজি মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের সমৃদ্ধ উৎস। যেহেতু ফল রান্না না করেই খাওয়া হয়, তাই এর খাদ্যাণু অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আমাদের শরীর সেগুলি সবই গ্রহণ করে। ফল কেবল ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের উৎস নয়, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনেরও উৎস। এটি আমরা যা খাই তা কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং অন্যান্য হিসাবে হজম করতে সাহায্য করে যার জন্য ডাক্তাররা খাবারের পরে কিছু ফল খাওয়ার পরামর্শ দেন। আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় ফলের প্রাপ্যতা খুবই কম। আমাদের শহরের অলি-গলিতে ফলের দোকানগুলিতে আপেল, আঙ্গুর, নাশপাতি ইত্যাদি আমদানি করা কিছু ফল দোকানের তাকে দেখা যায়। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে কোথা থেকে আমদানি করতে কত সময় লাগে? এটা স্পষ্ট যে দূর-দূরান্ত থেকে আমাদের দেশে খাওয়ার জন্য আসতে অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু ফলগুলো এত তাজা মনে হতে পারে যে কেউ ভাবতে পারে যে এগুলি কেবল কাছের ক্ষেত থেকে এসেছে। এর অর্থ কী? এর অর্থ হল এই ফলগুলিকে ক্ষতিকারক প্রিজারভেটিভ দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে তাজা রাখা হয়েছে।

আমরা এই অভিজাত ফলগুলো পছন্দ করি এবং আমাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে আমাদের পরিদর্শনের সময় এগুলোই নিতে পছন্দ করি। রোগীদের সাথে দেখা করার সময়, এটিই বেশি পছন্দনীয়। তাহলে আসলে যা ঘটে তা হল আমরা রোগীদের অবচেতনভাবে শক্তি যোগানোর পরিবর্তে বিষাক্ত খাবার পরিবেশন করছি। যেখানে আমাদের দেশে প্রচুর দেশীয় ফল রয়েছে যা ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে ভরপুর এবং যার কিছু ঔষধি গুণাবলি সম্পন্ন।



মৌসুমী ফলের মধ্যে রয়েছে আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, আনারস ইত্যাদি। এছাড়াও, কলা, পেয়ারা, সবুজ নারকেল ইত্যাদি সারা বছর পাওয়া যায়। গৌণ এবং অপ্রচলিত নামে পরিচিত ফলগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং বছরের যে কোনও সময় পাওয়া যায় যা গবেষণার মাধ্যমে জনপ্রিয় এবং বিকশিত করা যায়। ক্রেতাদের তাদের গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং কিনতে উৎসাহিত করতে হবে। আমলকী, আমড়া, জাম, বেল, আঁশফল, ফলসা, পেঁপে, পানিফল, কলা, আনারস, কাঁঠাল, আম লিচু জাম্বুরা, পেয়ারা, কামরাঙ্গা ইত্যাদি ফলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যদি আমরা সচেতন থাকি এবং এই ফলগুলি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকি তবে এগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অবদান রাখতে পারে। আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি জনপ্রিয় মৌসুমী ফলের উপর গবেষণার জোর দেওয়া উচিত।

এর উন্নতির জন্য এবং মৌসুমের বাইরের জাতগুলি উদ্ভাবন করে সারা বছর ধরে সহজলভ্য করা। ফল গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সারা বছর ধরে ফল সহজলভ্য করা, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা এবং মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ সরবরাহ করা এবং এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা একদিকে আমদানি করা ফলের বিষাক্ত প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকব এবং অন্যদিকে আমাদের নিজস্ব প্রচলিত/অপ্রচলিত গৌণ ফলের যত্ন নেব। ■

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের...

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারি'র মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এএসআইসিটি বিভাগ) ড. সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ শিবলী এবং মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এফএমপিই বিভাগ) ড. মো. নূরুল আমিন। এসময় ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্যের উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর) কাজী ছাইদুর রহমান। এছাড়াও বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে শিক্ষার্থী দল বারি'র বিভিন্ন গবেষণাগার ও গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■

বিএআরআই বিজ্ঞানীদের নতুন প্রযুক্তি...

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

“প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এক্টিভিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) (বারি অংগ)” শীর্ষক প্রকল্প প্রশিক্ষণে অর্থাযন করে।

বারি'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মুসী রাশীদ আহমদ। এসময় অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন বারি'র মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। উক্ত প্রশিক্ষণে কো-অর্ডিনেট এর দায়িত্ব পালন করেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. মিজানুর রহমান। ■

বারিতে বাংলা বর্ষবরণ-১৪৩২ উদযাপন

নববর্ষ বরণের সংস্কৃতি চিরন্তন সর্বব্যাপী। সব দেশ, সব জনগোষ্ঠী নিজ নিজ নতুন বছরে নানা উৎসবে মেতে ওঠে। বাংলা নববর্ষেও এই রীতি চলে আসছে হাজার বছর ধরে। রাষ্ট্রের এই একটি উৎসবে সব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আনন্দ আয়োজনে মেতে ওঠে। প্রাণের টানে বাংলার প্রতিটি ঘরে এই উৎসব পালিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানেও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় বাংলা নববর্ষ ১৪৩২। দিনজুড়ে নববর্ষ কেন্দ্রীক নানা আয়োজনে ঠাসা ছিল অনুষ্ঠান সূচি। প্রতিবারের ন্যায় বারি'র বিজ্ঞানী, কর্মকর্তাবৃন্দ স্ব স্ব পরিবার পরিজন নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল নববর্ষের র্যালি, বাঙ্গালি ভোজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, ম্যাজিক শো, র্যাফেল ড্র সহ বিভিন্ন পর্ব। ■



বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বারি'র বিজ্ঞানীবৃন্দ।



পরিচালকবৃন্দের যোগদান

পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন)
হিসেবে যোগদান



ড. মো. আব্দুর রশীদ

ড. মো. আব্দুর রশীদ গত ২০ মার্চ ২০২৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কৃষি অর্থনীতি বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

ড. মো. আব্দুর রশীদ ১৯৯৩ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৫৯টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ০৫টি বুকলেট/লিফলেট প্রকাশ করেছেন। তিনি একজন কৃষি অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতিবিদ সমিতির আজীবন সদস্য। তিনি ২০০৯ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রেড পলিসি ইন এগ্রিকালচার এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারত, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, কেনিয়া, সিঙ্গাপুর সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ০২ সন্তানের জনক। তিনি ১৯৬৬ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে একজন স্বনামধন্য কৃষি অর্থনীতিবিদ। ■

পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব)
হিসেবে যোগদান



ড. ফারুক আহমেদ

ড. ফারুক আহমেদ গত ২০ মার্চ ২০২৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ড. ফারুক আহমেদ ১৯৯৩ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৮৫টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ৮টি বুকলেট/লিফলেট প্রকাশ করেছেন। তিনি একজন কৃষিতত্ত্ববিদ এবং বাংলাদেশ কৃষিতত্ত্ব সমিতির আজীবন সদস্য। তিনি ২০০১ সালে জাপানের কিউশু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতত্ত্ব এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ যোগদানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, জাপান ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ০৩ সন্তানের জনক। তিনি ১৯৬৭ সালে কুমিল্লা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে একজন স্বনামধন্য কৃষি কৃষিতত্ত্ববিদ। ■

পরিচালক (ডাল গবেষণা)
হিসেবে যোগদান



ড. মো. মাজহারুল আনোয়ার

ড. মো. মাজহারুল আনোয়ার গত ২০ মার্চ ২০২৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ডাল গবেষণা) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি সরেজমিন বিভাগে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ড. মো. মাজহারুল আনোয়ার ১৯৯৩ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৪৫টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ২০টি বুকলেট/লিফলেট প্রকাশ করেছেন। তিনি একজন কৃষি অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য এবং কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর সাথে যুক্ত আছেন। তিনি ২০০৪ সালে গ্রিসের Aristotle University of Thessaloniki বিশ্ববিদ্যালয় থেকে An Assessment of Efficiency of Crop Farming in Bangladesh এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ যোগদানের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ০২ সন্তানের জনক। তিনি ১৯৬৭ সালে নীলফামারী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ■



বারিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক ফিডব্যাক কর্মশালা



ফিডব্যাক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের উদ্যোগে গত ২৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. ইনস্টিটিউট এর সেমিনার কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের উপর একটি ফিডব্যাক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বারির বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বারির মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারির পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মুসী রাশীদ আহমদ এবং পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. আব্দুর রশীদ। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। ■

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বারি পরিদর্শন



মতবিনিময় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এফএমপিই বিভাগ) ড. মো. নূরুল আমিন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের বিএসসি অনার্স ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীর একটি দল গত ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন।

শিক্ষার্থী দলটি বারি সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে ইনস্টিটিউটের এরপর পৃষ্ঠা ২

অপ্রধান দানাদার ফসলের উপর মাঠ দিবস



মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্য রাখছেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হাটহাজারী, চট্টগ্রামের যৌথ আয়োজনে (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি.) পুষ্টি সমৃদ্ধ, অপ্রধান দানাদার ফসলের উপর একটি মাঠ দিবস বারির আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হাটহাজারী, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বারি গাজীপুরের অর্থায়নে আয়োজিত এ মাঠ দিবসে উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী, এটিআই এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও স্থানীয় কৃষকগণ অংশগ্রহণ করেন। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হাটহাজারী, চট্টগ্রামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. রেশমা সুলতানা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই, হাটহাজারীর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো. আল মামুন শিকদার। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন পুষ্টি সমৃদ্ধ দানাদার ফসল চাষ করে, খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহারের মাধ্যমে খুব সহজে পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব। ■

বিএআরআই বিজ্ঞানীদের নতুন প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত



অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বারির পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের উদ্যোগে গত ৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. ইনস্টিটিউট এর তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার রুমে বিএআরআই বিজ্ঞানীদের জন্য বারি উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি শীর্ষক সমাপনী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বারির ২৭ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২



বারিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপিত



মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন
বিএআরআই মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ।

যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এ গত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপিত হয়েছে।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও গার্ড অব অনার প্রদান, জাতির শান্তি, অগ্রগতি ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা এবং আলোকসজ্জা।

সকালে বারি'র প্রধান কার্যালয়ের সামনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির সূচনা করেন বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ। এ সময় আনসার সদস্যদের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মুসী রাশীদ আহমদ; বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ; পরিচালক

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মো. আকতার-উজ-জামান (BARI 0431) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডাল প্রজনন), ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা, International Centre for Agricultural Research in Drz Areas, Morocco এর বিশেষ প্রকল্প O C P F - I C A R D A - B A R I Collaborative Project এর অর্থায়নে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণার বিষয়



মো. আকতার-উজ-জামান

ছিল “Characterization of lentil (*Lens culinaris* Medik sub species *culinaris*) genotypes for heat and Stemphzlium blight stress tolerance”. তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আশরাফুল হক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Food Legume Breeder ড. আশুতোষ সরকার এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেন। তার গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে মসুর ডালের তাপসহিষ্ণু ৮টি অগ্রবর্তী লাইন নির্বাচিত হয়েছে, যা বর্তমানে বহুস্থানিক ফলন পরীক্ষার আওতায় রয়েছে এবং উক্ত লাইনগুলো হতে তাপসহিষ্ণু মসুর ডালের নতুন জাত উদ্ভাবনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এছাড়াও তার গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এসসিআই (SCI) ভুক্ত জার্নাল “Life”(Impact Factor: 3.261) এ একটি এবং “Agricultural Consecpticus Scientificus” এ একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো ২ টি গবেষণা প্রবন্ধ “Scientific Reports” (Impact Factor: 3.80, Nature Publishing Group) ও Helizon (Impact Factor: 3.4; Cell press Publisher) জার্নালে প্রকাশের জন্য অপেক্ষামান তালিকায় আছে। তিনি কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার অন্তর্গত সাতানী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম মো. মন্নাফ বেপারী এবং মাতা গোলবাহার বেগম। তার স্ত্রী মোছা. সুমিনা খাতুন একজন গৃহিণী। তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। ■

(প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান; পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) ড. মো. আব্দুর রশীদ; পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মনিরুল ইসলাম; পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. ফারুক আহমেদ; পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মতিয়ার রহমান, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক, বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয় এবং আনন্দ শিক্ষকানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এসময় মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

পরে বারি'র কেন্দ্রীয় মসজিদে জাতির শান্তি, অগ্রগতি ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত এবং সন্ধ্যায় মন্দির ও গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে বারি প্রধান কার্যালয়ে মনোমুগ্ধকর আলোকসজ্জা করা হয়। এছাড়াও ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বিএআরআই প্রধান কার্যালয়ের সকল অফিস এবং আবাসিক এলাকায় ২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রি. রাত-১০:৩০ ঘটিকা হতে রাত-১০:৩১ পর্যন্ত ০১ (এক) মিনিট প্রতীকী ব্যাক আউট পালন করা হয়। ■



নাগামরিচের জাত মূল্যায়ন কমিটির গবেষণা মাঠ পরিদর্শন

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঝাল মরিচ হিসেবে খ্যাত নাগা মরিচ বা বোম্বাই মরিচ। মূলত সুগন্ধ আর স্বাদের জন্যই নাগা মরিচের এত কদর। নাগা মরিচের রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরে “দ্বাররক্ষী” হিসেবে কাজ করে থাকে। এটি ক্যানসার, ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ প্রতিরোধী। বহু গুণে গুণাগুণিত এ নাগা মরিচের একটি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য মসলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জৈন্তাপুর, সিলেট দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১১মার্চ হতে ১৩ মার্চ ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত নাগা মরিচের জাত মূল্যায়ন কমিটি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, মৌলভীবাজার ও সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট এর গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন।



জাত মূল্যায়ন কমিটি গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করছেন।

ড. মো. হায়দার হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লার নেতৃত্বে কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ড. মো. দাউদ হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গবেষণা উইং, বারি, গাজীপুর; ড. মো. আশিকুল ইসলাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বারি, শিবগঞ্জ, বগুড়া; ড. মোহা. মাসুদুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর; ড. মো. মতিয়ার রহমান, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, বারি, মেহেরপুর, এবং ড. আবু তৈয়ব মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান,

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি, গাজীপুর। এছাড়াও ড. মো. আলাউদ্দিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, ফরিদপুর ও ড. মো. নূর আলম চৌধুরী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বারি, শিবগঞ্জ, বগুড়া উপস্থিত ছিলেন।

বারি টমেটো-১৫ এর মানসম্মত বীজ উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক মাঠ দিবস



মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানী ও কৃষকবৃন্দ।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, বুড়িরহাট, রংপুরে বারি টমেটো-১৫ এর মানসম্মত বীজ উৎপাদন কলাকৌশল শীর্ষক একটি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান ড. মোঃ কামরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই, আলমগর, রংপুর এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আল-আমিন হোসেন তালুকদার। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে গবেষণা ও কৃষক সহযোগিতায় কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ জীবিকায় বিপ্লব আনতে পারে তার উপর জোর দেন। গঙ্গাচড়া উপজেলার চ্যাংমারী ইউনিয়নের ষাট জন টমেটো চাষী মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন। অত্র গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। ■

গত ১৩ মার্চ ২০২৫ খ্রি., তারিখে দলটি সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেটে পৌঁছালে কেন্দ্রের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. এম এইচ এম বোরহান উদ্দিন ভূঁইয়া, কেন্দ্রের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে কমিটির সদস্যদের স্বাগত জানান। পরে নাগা মরিচ গবেষণা কার্যক্রমের মূল বিজ্ঞানী জনাব ফয়সল আহমেদ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, বারি, জৈন্তাপুর, সিলেট মূল্যায়ন কমিটির বিজ্ঞানীদের গবেষণা মাঠ ঘুরে দেখান এবং সিলেট অঞ্চলে নাগামরিচ চাষের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রসারণ ও সম্ভাবনা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। মূলত সুগন্ধ আর ঝালের জন্য নাগা মরিচ সর্বাধিক পরিচিত। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় এর চাহিদা ব্যাপক। দেশের গভী পেরিয়ে ইউরোপের বাজারেও পৌঁছে গেছে এ মরিচ।

সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, জৈন্তাপুর, সিলেট এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বুটন চন্দ্র সরকারের সাথে আলাপকালে জানা যায় ২০১৩ সালে সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলা থেকে ১০ টি নাগামরিচের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকৃত জার্মপ্লাজম গুলোর প্রাথমিক ফলন ও উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে CC Jai-010 লাইনটিকে অগ্রবর্তী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ফয়সল আহমেদ বলেন প্রাথমিক যাচাই বাছাই শেষে লাইনটি পরবর্তী গবেষণার জন্য গাজীপুর, বগুড়া, মৌলভীবাজার, মাগুড়া, ফরিদপুর, লালমনিরহাট ও কুমিল্লাসহ মসলা গবেষণার বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। এসকল গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে এ লাইনটিকে জাত হিসেবে অবমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। জাতটি অবমুক্ত হলে দেশের নাগামরিচের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও পাশাপাশি রপ্তানিতেও জাতটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও মূল্যায়ন কমিটি জৈন্তাপুর উপজেলার হেলিরাই গ্রামের কৃষক লায়লা বেগমের মাঠে স্থাপিত প্রজনন বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় বিজ্ঞানীরা বীজের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও জাত সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ■



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা



অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ।



পুরস্কার গ্রহণ করছেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এএসআইসিটি বিভাগ) কাজী ছাইদুর রহমান।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কৃষি পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ২৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. ইনস্টিটিউট এর কীটতত্ত্ব বিভাগের সেমিনার কক্ষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহের প্রদর্শন, ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, উদ্ভাবকগণের অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্বীকৃতি প্রদান ও বাস্তবায়নযোগ্য উদ্ভাবন পরিকল্পনা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে ইনোভেশন শোকেসিং শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বারি'র সকল পরিচালকবৃন্দ বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। এসময় বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মুসী রাশীদ আহমদ; পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ; এবং পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) ড. মো. আব্দুর রশীদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. ফারুক আহমেদ এবং পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মতিয়ার রহমান। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এএসআইসিটি বিভাগ) ড. সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ শিবলী। ■

বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের জাতসমূহ (জুলাই ২০২৪ হতে মে ২০২৫ পর্যন্ত)

| ক্রমিক নং | ফসলের নাম | জাতের নাম (২০২৩-২৪ অর্থবছরে) | অবমুক্তি/ নিবন্ধনের তারিখ | ফলন (টন/ হেক্টর) | জাতের বৈশিষ্ট্য |
|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| ১. | সরিষা | বারি সরিষা-২২ | ০৪-০৯-২০২৫ | ১৯০০-২১০০ | <ul style="list-style-type: none"> রবি মৌসুমে চাষযোগ্য, গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সেমি। বীজ গোলাকার ও কালচে বাদামী বর্ণের। ইরোসিক এসিড ০.২১৪ ভাগ, তেলের পরিমাণ ৪১.২৩%। জীবনকাল ৮৪-৮৫ দিন (বীজ হতে বীজ)। |
| ২. | সরিষা | বারি সরিষা-২৩ | ২০-০২-২০২৫ | ২৩০০-২৪০০ | <ul style="list-style-type: none"> গাছের উচ্চতা ১১০-১১৭ সেমি। বীজ গোলাকার ও কালচে বাদামী বর্ণের। ইরোসিক এসিড ০.৩০২ ভাগ, তেলের পরিমাণ ৪০-৪৪ ভাগ। জীবনকাল ৮৮-৯০ দিন (বীজ হতে বীজ)। |
| ৩. | কপি | বারি কপি-২ | ২০-০২-২০২৫ | ৩.৬৯ কেজি গাছ প্রতি | <ul style="list-style-type: none"> ফল ডিম্বাকৃতির, পরিপক্ক ফল উজ্জ্বল লাল বর্ণ ধারণ করে। গাছপ্রতি নিয়মিত ফলন ৩.৬৯ কেজি। ১০০ টি ফলের গড় ওজন ১২০.৩ গ্রাম, বহু বর্ষজীবী ফসল। খরা সহিষ্ণু জাত, আংশিক ছায়ামুক্ত স্থানে চাষ উপযোগী। চারা রোপণের পর ২ বছর থেকেই ফল পাওয়া যায়। |

কৃষি সচিব মহোদয়ের বারি প্রযুক্তি...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পল্লীর সুফল সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে বারি তার প্রভাব পড়েছে পাবনাতেও। কৃষকেরা পছন্দের ফসলের উপযোগী জাতের বীজ নিজেরাই সংরক্ষণ এবং পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। গত ৩০ জানুয়ারি,

২০২৫ তারিখে ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, মাননীয় সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ, মহাপরিচালক, বারি সহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব সহ ডিজি, ডিএই; ডিজি, বিনা; ডিজি, বিএসআরআই; পরিচালক, বিএডিসি, সিডিবি; সিএসও, সগবি, বারি; বিভিন্ন পর্যায়ের গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা;

কৃষক-কৃষাণী-উদ্যোক্তাসহ সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাবনার আওতায় "বারি প্রযুক্তি পার্ক, মধুপুর, পাবনা" পরিদর্শন করেন ও কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। কৃষকের মাঠে প্রদর্শন কার্যক্রম দেখে সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বারি উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি দ্রুত ছড়ানোর উইন্ডো হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ■



অগ্রগতি ও প্রতিভা বিকাশে অংশীজন সন্নিবদ্ধ কর্মশালা



প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ।



কর্মশালায় প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এফএমপিই বিভাগ) ও প্রকল্প পরিচালক (এফএমডিপি) ড. মো. নূরুল আমিন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (এফএমপিই) বিভাগ এর আয়োজনে (১৫ মে ২০২৫ খ্রি.) বারি'র এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (এফএমডিপি) প্রকল্প এর আওতায় প্রকল্পের অগ্রগতি ও প্রতিভা বিকাশের অংশীজনের সন্নিবদ্ধ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মুসী রাশীদ আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ। এসময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. আইয়ুব হোসেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন বারি'র বিভিন্ন কেন্দ্র/আঞ্চলিক

কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্র/বিভাগ/শাখার সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবকগণ। কর্মশালায় প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এফএমপিই বিভাগ) ও প্রকল্প পরিচালক (এফএমডিপি) ড. মো. নূরুল আমিন।

উক্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয় “কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (এফএমডিপি)” শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায়। ■

বিএআরআই বিজ্ঞানীদের বারি উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইংয়ের উদ্যোগে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. ইনস্টিটিউট এর তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার রুমে বিএআরআই বিজ্ঞানীদের জন্য বারি উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বারি'র ২৭ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

“প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) (বারি অংগ)” শীর্ষক প্রকল্প প্রশিক্ষণে অর্থায়ন করে।

বারি'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ। এসময় অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক



অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ।

(গবেষণা) ড. মুসী রাশীদ আহমদ; পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ এবং পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. আব্দুর

রশীদ। উক্ত প্রশিক্ষণে কো-অর্ডিনেট এর দায়িত্ব পালন করেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। ■

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ
মুখ্য সম্পাদক : ড. মো. আতাউর রহমান
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার



প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮
ডিজাইন ও মুদ্রণ : এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস
৪৩/১০সি, স্বামীবাগ, ঢাকা-১১০০

